দৈনিক বাংলা

৬৭

তারিখ ২৩।৮।৮৩
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

C41

ঢাকা বোর্ডের ৭০০ এসএসসি পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত

।। জালালউদ্দিন আহমদ ।।

মানিকগঞ্জ, ২২শে আগস্ট।— একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ প্রধান শিক্ষকের কারসাজির দরুন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রায় সাতশো এসএসসি (১৯৮৩) পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন স্কুলের টেস্টে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের কারসাজি করে পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপারটি ফাঁস হওয়ায় ঢাকা বোর্ড এসব পরীক্ষার্থীর

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বোর্ড—

(১ম পৃঃ পর)

ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রেখেছে। জানা গেছে এদের অনেকেই পাস করেছে। এমনকি অনেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগেও উত্তীর্ণ হয়েছে।

ফরিদপুর জেলার ১টি ও ঢাকা জেলার ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসব ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। এদের একজন ইতিমধ্যেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সদরের সরকারী ও বেসরকারী নাম করা কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা গত রোববারে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ঢাকা বোর্ড থেকে ছাড়পত্র না পাওয়ায় উত্তীর্ণ এসব ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জানা গেছে, ঢাকা বোর্ড ব্যাপারটির এখনো কোন সুরাহা না করায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এসব পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে: টিসি ছাড়া ভর্তি, ভূয়া টিসিতে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া ভর্তি, ভূয়া রেজিস্ট্রেশনে ভর্তি এবং অনিয়মিত ভর্তি।

নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা শুরুর দু বছর আগে কোন স্কুলের মাধ্যমে বোর্ডে তার নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়।

কিন্তু এ বছর এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার অল্পদিন আগে ঢাকা জেলার সাটুরিয়া, কাপাসিয়া, জিনজিরা ও ফরিদপুর জেলার ১টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী কেলেংকারীর ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ে। বোর্ড তদন্ত করে দেখে যে এব্যাপারে জড়িত ২০টি স্কুলের মধ্যে চারটি স্কুলের নিজস্ব ছাত্র বলতে কিছুই নেই। ঢাকা মহানগরীর ও কয়েকটি ভালো স্কুলের ফেল করা ছাত্র যোগাড় করে তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পরীক্ষার্থী করা হয় এবং এসব স্কুলের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়।

ঢাকা বোর্ড এসব কারণে বেশ কিছু স্কুলকে কারণ দর্শানোর বোর্ডে দেখা করতে আসছেন না। স্কুল তাদের জবাব দেয়নি। এসব স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকসহ প্রধান শিক্ষকদের খোঁজ মিলছে না। বার বার পত্র পাঠানোর পরও তারা বোর্ডে দেখা করতে আসছেন না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরাণীগঞ্জ থানার ৩টি স্কুল সাটুরিয়া থানার একটি এবং কাপাসিয়া থানার তিনটি স্কুলেই বেশী দুর্নীতি ধরা পড়ে।